সম্ভাবনা নাই ; দ্বিতীয় দুঃখ দেহান্তে পিণ্ডাদি প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই অথচ ভরণ-পোষণ করিতে হয়। পঞ্চম দৃষ্টান্ত—অপবিত্র সম্পত্তি রক্ষা করা যেমন দুই প্রকারেই দুঃখের কারণ, অর্থাৎ যে বিত্ত শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হয়, সেই বিত্তই অপবিত্র। সেই অপবিত্র বিত্ত কিন্তু রক্ষা করিবার অন্য অশেষ শ্রম-স্বীকার একটী দুঃখ, দ্বিতীয় সেই সম্পত্তি হইতে পারমার্থিক কোনই কল্যাণলাভের সম্ভাবনা নাই। তেমনি শ্রীভগবানের লীলাকথা-শূন্য বেদের কথা যে জন আদর করিয়া শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে, তাহাদেরও শাস্ত্র অনুশীলন জন্য এক দুঃখ, পারমার্থিক কোন আস্বাদন নাই বলিয়া দ্বিতীয় দুঃখ ॥ ৬৮ ॥

ময়া শ্রীভগবতা হীনাং মম লীলাদিশূন্যাম্। ময়া হীনাং বাচমিত্যুক্তং বিবৃণোতি—যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য। লীলাবিতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্বন্ধ্যাং গিরন্তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকে উক্ত “ময়া হীনাং” এই পদটীর ব্যাখ্যা শ্রীগ্রন্থকৃৎপাদ এইরূপ করিতেছেন—শ্রীভগবান্ যে আমি, সেই আমার লীলাকথা-শূন্য বেদের বাণীও আদরে রক্ষা করা দুঃখের উপর দুঃখ। এই ব্যাখ্যা করিবার হেতুটী একটি শ্লোকে বিস্তার করিতেছেন। বেদের যে কথাতে জগৎ পবিত্রকারী আমার চরিত্র বর্ণিত হয় নাই, সেই কথা ঐশ্বর্য্যময় ও ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত-মাধুর্য্যময় ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে এই জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ চরিত্রটী কেবল ঐশ্বর্য্যময়, দ্বিতীয় লীলাবতারের অভীপ্সিত জন্মাদিময় চরিত্র ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্যময়। এই দুই প্রকার চরিত্রই বেদের যে বিভাগে বর্ণিত হয় নাই. সেই বিভাগটী পারমার্থিক আস্বাদন দান করিতে অসমর্থ বলিয়া বন্ধ্যা রমণীর মত অনাদরণীয় ॥ ৬৯ ॥

যস্যাং যে জগতঃ শোধকং চরিতং ন স্যাৎ। কিন্তৎ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিরূপং তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ, লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং জগতঃ প্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণরামাদিজন্ম বা ন স্যাত্তাং নিষ্ফলাং গিরং বেদলক্ষণামপি ধীরো ধীমান্ ন ধারয়েৎ। তদুক্তং শ্রীনারদেন—ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বেত্যাদি। অতএব গীতং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা, শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয় ইতি। তদেবং ভক্ত্যৈব জ্ঞানং সিধ্যতীত্যুক্ত্বা তঞ্চ জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি—এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি। উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্ব্বগে ॥ ৭০ ॥

বেদের যে বাণীতে জগৎ পবিত্রকারী আমার চরিত্র উল্লিখিত নাই, সে চরিত্রটী কি, তাহাই বলিতেছেন—এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশরূপ